

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের নিয়ম

১. পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আরাফ ৭ আয়াত নম্বর ২০৪

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনোযোগের সাথে তা শুনবে এবং নিশ্চুপ থাকবে, যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়।

২. পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা ফুরকান ২৫ আয়াত নম্বর ৩২

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا

কাফিররা বলে, "সমগ্র কুরআন তার নিকট একবারে অবতীর্ণ হলো না কেন?" এভাবে আমি অবতীর্ণ করেছি তোমার হৃদয়কে মজবুত করার জন্য এবং ক্রমে ক্রমে স্পষ্টভাবে তেলাওয়াত করেছি।

৩. পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা হা-মিম আস-সাজদা ৩২ আয়াত নম্বর ২৬

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ

কাফিররা বলে তোমরা এই কোরআন শ্রবণ করো না এবং উহার তেলাওয়াতের সময় শোরগোল সৃষ্টি করো, যাতে তোমরা জয়ী-হতে পারো।

৪. পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আহকাফ ৪৬ আয়াত নম্বর ২৯

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ

স্মরণ করো, আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম একদল জিনকে, যারা কোরআন তেলাওয়াত শুনছিল। যখন তারা কোরআন তেলাওয়াতের স্থানে উপস্থিত হলো, তারা বললো "চুপ করে শ্রবণ কর।" যখন কুরআন পাঠ সমাপ্ত হলো, তারা তাদের সম্প্রদায়ের নিকট সতর্ককারী রূপে ফিরে গেলো।

৫. পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা মুজাম্মিল ৭৩ আয়াত নম্বর ৪

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً

কুরআন পাঠ করো ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে।

৬. পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আন নাহল ১৬ আয়াত নম্বর ৯৮

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

যখন কুরআন পাঠ করবে তখন অভিশপ্ত শয়তান হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে।

মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী

হযরত উম্মে সালমাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন: নবী (স:) এক একটি আয়াত আলাদা আলাদা করে পড়তেন এবং প্রতিটি আয়াত পড়ে থামতেন। যেমন **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** পড়ে থামতেন, তারপর **الرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ** পড়ে থামতেন, কিছু সময় থেমে থেকে **مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ** পড়তেন।

মুসলিম, নাসায়ী

হজরত হুজায়ফা ইবনে ইয়ামিন বর্ণনা করেছেন যে, একদিন রাতে আমি নবী (স:) এর সাথে সালাত পড়তে দাঁড়ালাম। আমি দেখলাম তিনি এমনভাবে তেলাওয়াত করছেন যে, যেখানে তাসবীহের বিষয় আছে সেখানে তিনি তাসবীহ পড়েছেন, যেখানে দোয়ার বিষয় আছে, সেখানে তিনি দোয়া করছেন এবং যেখানে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনার বিষয় আছে তিনি আশ্রয় প্রার্থনা করছেন।

মুসনাদে আহমদ, বুখারী

হজরত আবু যার বর্ণনা করেন যে, একবার রাতের সালাতে নবী (স:) কোরআন তেলাওয়াত করতে করতে যখন এই আয়াতটির কাছে পৌঁছলেন

إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি দাও তবে তারা তো তোমারই বান্দাহ, আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করো তবে তুমি তো পরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময়। (সূরা আল-মায়েদা ৫:১১৮)

তিনি বার বার এই আয়াতটি পড়তে লাগলেন এবং এভাবে ভোর হয়ে গেল।

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের নিয়ম

১. তাড়াতাড়ি কুরআন পাঠ না করা।
২. বুকে বুকে কোরআন তেলাওয়াত করা।
৩. আয়াত বা আয়াতের অংশ ভালো করে বুকে হৃদঙ্গম করা।
৪. আয়াত বা আয়াতের অংশে আল্লাহ কি বলেছেন গভীরভাবে চিন্তা করা।
৫. দ্রুত গতিতে কুরআন পাঠ না করা।
৬. ধীরে ধীরে কোরআন তেলাওয়াত করা।
৭. প্রতিটি শব্দ সুন্দরভাবে মুখে উচ্চারণ করে পড়া।
৮. একটি আয়াত বা আয়াতের অংশের অর্থ মনে উপলব্ধি করার জন্য একটু থেমে যাওয়া।
৯. আয়াতে আল্লাহর বড়ত্ব, মহত্ব, গুণাবলীর বর্ণনা থাকলে তা যেন মনকে ঝাঁকুনি দেয়।
১০. আয়াতে আল্লাহর রহমতের ও দয়ার বর্ণনা থাকলে যেন হৃদয় মন কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠে।
১১. কোনো আয়াতে গযব ও শাস্তির উল্লেখ থাকলে হৃদয় মন যেন ভয়ে কম্পিত হয়।
১২. কোনো আয়াতে কোনো কাজ করার নির্দেশ থাকলে, ভালো করে হৃদয়ে মনে গেঁথে নিতে হবে কি কাজ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।
১৩. কোনো আয়াত কোনো কাজ নিষেধ করতে বলা হলে, অন্তরে বুকে নিতে হবে কোন কাজটি করতে নিষেধ করা হলো।
১৪. আয়াতের শব্দ গুলো শুধু মুখে উচ্চারণ করার নাম তেলাওয়াত নয়।
১৫. মুখে উচ্চারণের সাথে তা হৃদয় মনে উপলব্ধি করার জন্য গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করতে হবে।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ